দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 SEP 2012
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের চক্রাবর্ত

আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এমনিতেই নানা সংকটে জর্জরিত। দেশের অস্থিতিশীল রাজনীতির অব্যাহত অভিঘাত তো আছেই। আছে কারণে-অকারণে ছাত্র সংগঠনগুলির রক্তক্ষয়ী সংঘাত। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এইসব সমস্যার সাথে সম্প্রতি যুক্ত হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ও প্রশাসনিক নানা সমস্যা। পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করিয়া তুলিয়াছে শিক্ষক সংকট। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় পৌনে ১০ হাজার। তন্মধ্যে বর্তমানে সাড়ে ৪ সহস্রাধিক শিক্ষকই হয় কর্মস্থলে অনুপস্থিত, অথবা উপস্থিত থাকিলেও স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত নহেন। তন্মধ্যে শিক্ষা ছুটিতে আছেন ১৬ শতাধিক শিক্ষক। প্রেষণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যাও ৫শ'র কাছাকাছি। প্রায় সমসংখ্যক শিক্ষক বিনাবেতনে কিংবা অননুমোদিত ছুটি ভোগ করিতেছেন। উদাহরণ হিসাবে দেশের দুইটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র তুলিয়া ধরা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৮ শত ৯৯ জন শিক্ষকের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকই হয় ছুটিতে, অথবা প্রেষণে অন্যত্র কর্মরত আছেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ৬ শত শিক্ষকের মধ্যে কর্মরত আছেন মাত্র ৩০১ জন। অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রও খুব একটা ভিন্ন নয়। আরও উদ্বেগের বিষয় হইল, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক হাজার শিক্ষক অনুমোদিত বা অননুমোদিতভাবে এক বা একাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষকরাই যে দেশের অর্ধশতাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মূল ভরসা' সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারাও তাহা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। সেই সাথে তাহাদের অসন্তোষও গোপন করেন নাই। অসন্তোষের কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। সেইটি হইল, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত এই শিক্ষকরা কোথাও ঠিকমতো সময় দিতে পারিতেছেন না। ফলে একদিকে যেমন জরুরি প্রয়োজনেও শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাক্ষাৎ ও পরামর্শ লাভে ব্যর্থ হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি ব্যাহত হইতেছে শিক্ষার পরিবেশ ও মান।

সমস্যাটি দীর্ঘদিনের এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই যে এই বিষয়ে অবহিত আছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ হইতে প্রতিকারের উদ্যোগও নেওয়া হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু তাহাতে যে খুব একটা সুফল মেলে নাই ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ইহার অর্থ হইল, সমস্যাটি যতোটা সহজ ভাবা হইতেছে, বাস্তবে তাহা নহে। সুফল পাইতে হইলে সমস্যার মূল খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। জানা দরকার কেন বিপুল সংখ্যক শিক্ষক তাহাদের মূল দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া নানা ধরনের কাজে জড়াইয়া পড়িতেছেন। ইহার অর্থনৈতিক দিকটিও উপেক্ষা করিবার মতো নহে। চিকিৎসকদের একটি বড়ো অংশ চাকরির বাহিরে প্রাইভেট প্রাকটিস ছাড়াও বিভিন্ন ক্লিনিকের সাথে যুক্ত থাকিতে পারিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কেন পারিবেন না সেই প্রশ্নও উঠিতে পারে। অতএব, দেখা দরকার যে, আর্থিক প্রয়োজনটাই এইখানে মুখ্য নাকি অন্য কোনো কারণও আছে। গৃহীত ব্যবস্থা বাস্তবসম্মত না হইলে আজকের দিনে শুধু আইন-কানুনের ভয় দেখাইয়া কোনো শিক্ষককে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা যে সম্ভব নহে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সত্ত্বেও দেশের সংখ্যাপরিষ্ঠ মানুষ এখনও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল। মনে রাখা আবশ্যক যে, ২২ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছে— যাহা কেবল চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে তুলনীয়। অতএব, দেশের উচ্চশিক্ষার সার্বিক মান বজায় রাখিতে হইলে অনতিবিলম্বে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শিক্ষক সংকটের এই চক্রাবর্ত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। নিশ্চিত করিতে হইবে সমস্যার বাস্তবসম্মত ও স্থায়ী সমাধান।